ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

খ অংশ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(১৫টি প্রশ্ন হতে যে-কোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ৫×১০=৫০)

سورة الأنبياء (সূরা আল আম্বিয়া)

১. ما معنى الانبياء لغة وشرعا؟ - [আম্বিয়া শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
২. ما سبب تسمية السورة بسورة الانبياء؟ - [সূরাটির নাম 'সূরাতুল আম্বিয়া' রাখার কারণ কী?]
৩. ما المقصود ب"اقترب للناس حسابهم"؟ - ["اقترب للناس حسابهم"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৪. اذكر مناهج دعوة الانبياء الى الناس فى ضوء سورة الانبياء - [সূরা আল আম্বিয়া-এর আলোকে মানবজাতির প্রতি নবীগণের দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ কর।]
৫. ماذا خلق الله من الماء؟ - [আল্লাহ তায়ালা পানি থেকে কী সৃষ্টি করেছেন?]
৬. اذكر قصة يونس عليه السلام فى ضوء سورة الأنبياء - [সূরা আল আম্বিয়ার আলোকে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ কর।]
৭. من هو النبى الذى دعا ربه : لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين؟ - [সেই নবী কে, যিনি দোয়া করেছিলেন- لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين?]
৮. ما المراد بقوله تعالى "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون"؟ - [আল্লাহ তায়ালার বাণী وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
৯. اذكر بعض الانبياء المذكورين فى سورة الانبياء؟ - [সূরা আল আম্বিয়ায় উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম উল্লেখ কর।]
১০. ما الحكمة من ذكر قصص الانبياء؟ - [নবীগণের কাহিনি উল্লেখ করার হেকমত কী?]

১১. ما معنى قوله تعالى "اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض اولم ير الذين كفروا ان السماوات " [আল্লাহ তায়ালার বাণী - كانتا رتقا"؟ والارض كانتا رتقا"-এর অর্থ কী?]
১২. ما المراد بقوله تعالى "وكلا نجيه فى السفينة"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী وكلا نجيه فى السفينة-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৩. اذكر موقف موسى عليه السلام مع فرعون كما ورد فى سورة الانبياء؟ [সূরা আল আম্বিয়ায় বর্ণিত ফেরাউনের সঙ্গে মুসা (আ)-এর সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ কর।]
১৪. ما معنى قوله تعالى "انه كان عبدا شكورا"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী "انه كان عبدا شكورا"-এর অর্থ কী?]
১৫. ما المراد بقوله تعالى "ولقد بعثنا نوحا الى قومه"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী ولقد بعثنا نوحا الى قومه-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৬. اذكر موقف سليمان عليه السلام مع الجن كما ورد فى سورة الانبياء؟ [সূরা আল আম্বিয়ায় বর্ণিত সোলায়মান (আ)-এর সঙ্গে জিনদের সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ কর।]
১৭. ما هى اهم الصفات التى ذكرت عن النبى محمد (ص) فى سورة الانبياء؟ [সূরা আল আম্বিয়ায় নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বর্ণিত প্রধান গুণাবলি কী কী?]
১৮. ما المراد بقوله تعالى "ولقد انزلنا اليك ذكرا"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী ولقد انزلنا اليك ذكرا-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী?]
১৯. ما الحكمة فى ذكر العذاب للكفار فى سورة الانبياء؟ [সূরা আল আম্বিয়ায় কাফেরদের শাস্তি উল্লেখের হেকমত কী?]
২০. ما هى الرسالة الاساسية لسورة الانبياء؟ [সূরা আল আম্বিয়ার মূল বার্তা কী?]
২১. من هم الذين كذبوا بالرسل كما ورد فى السورة الانبياء؟ [সূরা আল আম্বিয়ায় উল্লিখিত সেই জাতি কারা যারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল?]
২২. ما الفرق بين الرسول والنبى؟ [রাসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য কী?]
২৩. ما الحكمة من ذكر اصحاب السبت؟ [আসহাবে সাব্‌ত উল্লেখ করার হেকমত কী?]

২৪. اكتب اهمية التوحيد فى ضوء سورة الانبياء - [সূরা আল আম্বিয়ার আলোকে তাওহীদের গুরুত্ব লেখ।]
২৫. ما العبرة من قصة يوسف عليه السلام؟ - [ইউসুফ (আ)-এর কাহিনির শিক্ষা কী?]
২৬. ما الحكمة من ذكر العذاب قبل البعث؟ - [পুনরুত্থানের পূর্বে শাস্তির উল্লেখ করার হেকমত কী?]
২৭. ما العبرة الاساسية التى نتعلمها من سورة الانبياء؟ - [সূরা আল আম্বিয়ার মাধ্যমে আমরা কোন মৌলিক উপদেশ লাভ করি?]
২৮. ما العبرة من قصة شعيب عليه السلام مع قومه؟ - [নিজ কওমের সঙ্গে শুয়াইব (আ)-এর ঘটনার শিক্ষা কী?]

খ বিভাগঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (সূরা আল আম্বিয়া)

১. আম্বিয়া শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الانبياء لغة وشرعا؟)

উত্তর:

ভূমিকা: 'আম্বিয়া' শব্দটি নবুওয়াত ও রিসালাতের মহান দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত। সূরা আল আম্বিয়ায় বহু সংখ্যক নবীর আলোচনা আসায় এই শব্দের তাৎপর্য জানা জরুরি।

আভিধানিক অর্থ:

'আল-আম্বিয়া' (الأنبياء) শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো 'নবী' (نبي)। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দটি দুটি মূল ধাতু থেকে নির্গত হতে পারে:

১. 'নাবা' (النبأ) অর্থ সংবাদ বা খবর। যেহেতু নবীগণ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে গায়ব বা অদৃশ্যের সংবাদ দান করেন, তাই তাঁদের নবী বলা হয়।

২. 'নাবওয়াহ' (النبوة) অর্থ উচ্চমর্যাদা বা টিলা। যেহেতু নবীগণের মর্যাদা সৃষ্টির সবার ওপরে, তাই তাঁদের এই নামে অভিহিত করা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরিয়তের পরিভাষায়,

النَّبِيُّ هُوَ إِنْسَانٌ حُرٌّ ذَكَرٌ أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ

অর্থ: "নবী হলেন এমন স্বাধীন পুরুষ মানুষ, যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা ওহী প্রেরণ করেছেন, যদিও তাঁকে সেই বিধান প্রচারের নির্দেশ না দেওয়া হয়।" (শরহুল আকাইদ)

আর যদি প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তিনি রাসূল। তবে হানাফি ও অন্যান্য মুহাক্কিক আলেমদের মতে, প্রত্যেক নবীই প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তবে নতুন শরিয়ত বা কিতাব পাওয়া না-পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে নবী ও রাসূলের পার্থক্য করা হয়।

উপসংহার:

আম্বিয়া বা নবীগণ হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, যাঁরা মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

---

২. সূরাটির নাম 'সূরাতুল আম্বিয়া' রাখার কারণ কী? (ما سبب تسمية السورة بسورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কুরআনের প্রতিটি সূরার নামকরণের পেছনে বিশেষ হেকমত বা কারণ থাকে। সূরা আল আম্বিয়ার নামকরণও এর বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নামকরণের কারণ:

এই সূরাটিকে 'সূরাতুল আম্বিয়া' বা 'নবীদের সূরা' বলা হয়, কারণ পবিত্র কুরআনের অন্য কোনো সূরায় একাধারে এত বেশি সংখ্যক নবীর নাম ও তাঁদের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা প্রায় ১৬ জন মহান নবীর আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—হযরত ইব্রাহিম, লুত, ইসহাক, ইয়াকুব, নূহ, দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইসমাইল, ইদ্রিস, যুল-কিফল, ইউনুস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.)। পরিশেষে ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাৎপর্য:

আল্লাহ তায়ালা এই সূরায় নবীদের দাওয়াত, সংগ্রাম, এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, যুগে যুগে সত্যের পথ একটিই ছিল—তা হলো 'তাওহীদ'। নামকরণের মাধ্যমে মুমিনদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের চলার পথ হলো এই মহান আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ।

উপসংহার:

যেহেতু এই সূরার মূল উপজীব্য বিষয় হলো নবীদের জীবন ও কর্ম, তাই এর নাম 'আল আম্বিয়া' রাখা হয়েছে, যা বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

---

৩. "اقترب للناس حسابهم"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المقصود ب " اقترب للناس حسابهم " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল আম্বিয়ার একেবারে প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা মানুষের গাফিলতি বা উদাসীনতা ভাঙার জন্য এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ অর্থ: "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'কেয়ামত' (القيامة)। দুনিয়ার হায়াত যত দীর্ঘই মনে হোক না কেন, আল্লাহর কাছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনই প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর বয়স শেষ হয়ে এসেছে এবং কেয়ামত অতি সন্নিকটে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল পাশাপাশি রেখে বলেছেন, "আমার আগমন এবং কেয়ামত এই দুই আঙুলের মতো কাছাকাছি।"

মানুষের অবস্থা:

হিসাবের সময় কাছে আসা সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে আছে। আল্লাহ বলেন, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে)। অর্থাৎ মৃত্যুর পর যে পাই-পাই করে হিসাব দিতে হবে, সেই ভয় তাদের অন্তরে নেই।

শিক্ষা:

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সতর্ক করা, যেন তারা হায়াত থাকতে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

---

৪. সূরা আল আম্বিয়া-এর আলোকে মানবজাতির প্রতি নবীগণের দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ কর। (اذكر مناهج دعوة الانبياء الى الناس فى ضوء سورة الانبياء)

উত্তর:

ভূমিকা: নবীগণ মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার জন্য বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি বা 'মিনহাজ' অবলম্বন করেছেন। সূরা আল আম্বিয়ায় এর চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে।

দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহ:

১. যুক্তিনির্ভর দাওয়াত (المنهج العقلي): হযরত ইব্রাহিম (আ.) মূর্তিপূজারিদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। তিনি মূর্তিদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা কথা বলো না কেন?" এবং বড় মূর্তিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "বরং এই বড়টিই তো ভেঙেছে।" এর মাধ্যমে তিনি তাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন।

২. সতর্কীকরণ (الإنذار): পূর্ববর্তী জাতিসমূহ কীভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবীরা মানুষকে আজাবের ভয় দেখাতেন। যেমন—লুত (আ.) ও নূহ (আ.)-এর কওমের ধ্বংসের আলোচনা।

৩. বিনয় ও দোয়া (الدعاء والتضرع): নবীরা বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে বিনয় প্রকাশ করতেন, যা উম্মতের জন্য শিক্ষার মাধ্যম। যেমন—আইয়ুব (আ.)-এর রোগমুক্তির দোয়া এবং ইউনুস (আ.)-এর মাছের পেটে দোয়া।

৪. সুসংবাদ প্রদান (التبشير): যারা ঈমান আনবে, তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও নাজাতের সুসংবাদ দেওয়া। যেমন—যাকারিয়া (আ.)-কে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেওয়া।

৫. তাওহীদের ঘোষণা: সকল নবীর দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল—لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।

উপসংহার:

নবীদের দাওয়াত ছিল বহুমুখী ও বাস্তবসম্মত। তাঁরা পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো যুক্তি, কখনো আবেগ, আবার কখনো অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে মানুষকে সত্যের পথে ডেকেছেন।

৫. আল্লাহ তায়ালা পানি থেকে কী সৃষ্টি করেছেন? (ماذا خلق الله من الماء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: পানিই জীবনের উৎস। সূরা আল আম্বিয়ায় আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিতত্ত্বের এই গূঢ় রহস্যটি উন্মোচন করেছেন যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কুরআনের ঘোষণা:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অর্থ: "এবং আমি প্রাণবান সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল আম্বিয়া: ৩০)

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

১. জীবের উৎস: মুফাসসিরীনদের মতে, এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষসহ জীবন আছে এমন সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। জীবকোষের (Protoplasm) প্রধান উপাদানই হলো পানি।

২. বীর্য বা শুক্র: কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে, এখানে পানি দ্বারা 'শুক্রবিন্দু' (Nutfah) বোঝানো হয়েছে, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু জন্মলাভ করে।

৩. বেঁচে থাকার মাধ্যম: পানি ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়েও রয়েছে পানি।

আধুনিক বিজ্ঞান:

জীববিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবনের উৎপত্তি হয়েছে পানিতে (Aquatic origin of life) এবং প্রতিটি জীবিত কোষের ৭০-৯০% ভাগই পানি। ১৪০০ বছর আগে কুরআনের এই ঘোষণা এক বিশাল মোজেজা।

উপসংহার:

আল্লাহ তায়ালা পানিকে জীবনের মূল উপাদান হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই পানির অপর নাম জীবন। এই নেয়ামতের জন্য আমাদের সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

৬. সূরা আল আম্বিয়ার আলোকে হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ কর। (اذكر قصة يونس عليه السلام فى ضوء سورة الأنبياء)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বিপদে ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। সূরা আল আম্বিয়ায় তাঁকে 'যুন-নূন' (মাছওয়ালা) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ:

১. কওম ত্যাগ: হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর কওমকে দীর্ঘকাল দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন তারা ঈমান আনল না, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করেই এলাকা ত্যাগ করেন। তিনি মনে করেছিলেন আল্লাহ তাঁকে পাকড়াও করবেন না।

২. মাছের পেটে: তিনি একটি নৌকায় উঠলেন, কিন্তু লটারির মাধ্যমে তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়া হলো এবং একটি বিশাল মাছ তাঁকে গিলে ফেলল।

৩. অন্ধকারে আহ্বান: মাছের পেটের গভীর অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার—এই ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্য থেকে তিনি আল্লাহকে ডাকলেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: "তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র মহান! নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।"

৪. মুক্তি: আল্লাহ তাঁর এই আর্তনাদে সাড়া দিলেন। তিনি বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ (অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম)।

শিক্ষা:

মুমিন যত বড় বিপদেই পড়ুক না কেন, 'আয়াতে কারিমা' বা ইউনুস (আ.)-এর এই দোয়াটি পাঠ করলে আল্লাহ তাকে উদ্ধার করেন।

৭. সেই নবী কে, যিনি দোয়া করেছিলেন- " لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين"? (من هو النبى الذى دعا ربه : لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين؟)

উত্তর:

ভূমিকা: বিপদের সময় আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য কুরআনে বর্ণিত সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়াগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম, যা 'দোয়ায়ে ইউনুস' নামে পরিচিত।

নবীর পরিচয়:

যিনি এই দোয়াটি করেছিলেন, তিনি হলেন আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)।

সূরা আল আম্বিয়ায় তাঁকে 'যুন-নূন' (ذُو النُّون) বা 'মাছওয়ালা' এবং সূরা আল কলমে 'সাহিবুল হূত' (صَاحِبُ الْحُوت) বলা হয়েছে।

দোয়ার প্রেক্ষাপট:

তিনি যখন নিনাওয়া থেকে বের হয়ে নৌকায় চড়েন এবং পরে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে মাছের পেটে আটকা পড়েন, তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মাছের পেটের সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে তিনি আল্লাহর একত্ববাদ ও পবিত্রতা ঘোষণা করে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে এই দোয়াটি পাঠ করেন।

দোয়ার ফজিলত:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো মুসলিম যদি কোনো বিপদে এই দোয়া পাঠ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন।" (তিরমিজি)

উপসংহার:

হযরত ইউনুস (আ.)-এর এই দোয়াটি তওবা ও ইস্তিগফারের এক উত্তম বাক্য, যা মুমিনদের জন্য মুক্তির চাবিকাঠি।

---

৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " ؟)

(নোট: প্রশ্নটি সূরা আল আম্বিয়ার তালিকায় থাকলেও আয়াতটি মূলত সূরা আয-যারিয়াত-এর ৫৬ নম্বর আয়াত। তবে প্রশ্নের চাহিদানুযায়ী উত্তর দেওয়া হলো)

উত্তর:

ভূমিকা: মানব ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এটি কুরআনের সবচেয়ে স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আমাদের অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: "আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে।"

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. একমাত্র ইবাদত: সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এবং আগুনের তৈরি জিন—উভয়ের সৃষ্টির একমাত্র মাকসাদ হলো আল্লাহর দাসত্ব বা ইবাদত করা। খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কাজ হলো জীবন ধারণের উপায় মাত্র, কিন্তু মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

২. মারিফাত বা পরিচয়: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 'লি-ইয়াবুদুন' (ইবাদত করবে)-এর তাফসীরে বলেছেন, এর অর্থ হলো 'লি-ইয়ারিফুন' (যেন তারা আমাকে চিনতে পারে)। অর্থাৎ, ইবাদতের মাধ্যমেই বান্দা তার রবকে চিনবে।

৩. পরীক্ষা: আল্লাহ দেখতে চান, কারা তাঁকে না দেখে বিশ্বাস করে এবং তাঁর হুকুম মেনে চলে।

উপসংহার:

মানুষ অহেতুক সৃষ্টি হয়নি। দুনিয়ার জীবন হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। তাই জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর বিধান মতো করাই হলো এই আয়াতের দাবি।

৯. সূরা আল আম্বিয়ায় উল্লিখিত কতিপয় নবীর নাম উল্লেখ কর। (اذكر بعض الانبياء المذكورين فى سورة الانبياء؟)

উত্তরঃ

ভূমিকা: সূরা আল আম্বিয়া নবীদের জীবনের এক সংক্ষিপ্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। এখানে অনেক নবীর নাম ও ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখিত নবীগণ:

এই সূরায় আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে নিম্নোক্ত নবীদের নাম উল্লেখ করেছেন:

১. হযরত মুসা ও হারুন (আ.): যাদেরকে 'ফুরকান' বা কিতাব দেওয়া হয়েছিল।

২. হযরত ইব্রাহিম (আ.): মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে যাঁর সংগ্রাম ও আগুনের ঘটনা বিস্তারিত এসেছে।

৩. হযরত লুত (আ.): যাঁকে পাপাচারী কওম থেকে রক্ষা করা হয়েছিল।

৪. হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.): ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর হিসেবে।

৫. হযরত নূহ (আ.): যিনি মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

৬. হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.): যাঁদের বিশেষ জ্ঞান ও রাজত্ব দেওয়া হয়েছিল।

৭. হযরত আইয়ুব (আ.): ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক।

৮. হযরত ইসমাইল, ইদ্রিস ও যুল-কিফল (আ.): ধৈর্যশীলদের দলভুক্ত।

৯. হযরত ইউনুস (যুন-নূন) (আ.): মাছের পেট থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত।

১০. হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.): বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ।

১১. হযরত ঈসা (আ.): মরিয়ম (আ.)-এর পুত্র হিসেবে উল্লিখিত।

১২. হযরত মুহাম্মদ (সা.): যাঁকে 'রাহমাতুল লিল আলামিন' বলা হয়েছে।

উপসংহার:

এই মহান নবীদের নাম ও ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ মুমিনদের তাঁদের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

১০. নবীগণের কাহিনি উল্লেখ করার হেকমত কী? (ما الحكمة من ذكر قصص الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কুরআন কোনো ইতিহাসের বই নয়, তবুও এতে নবীদের কাহিনি বা 'কাসাসুল আম্বিয়া' গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর পেছনে অনেক আধ্যাত্মিক ও সামাজিক হেকমত রয়েছে।

হেকমতসমূহ:

১. রাসূল (সা.)-এর সান্ত্বনা: মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে মহানবী (সা.) যখন ব্যথিত হতেন, তখন পূর্ববর্তী নবীদের কষ্টের কাহিনি শুনিয়ে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। জানানো হতো যে, সব নবীকেই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

২. হৃদয় সুদৃঢ় করা: আল্লাহ বলেন, "আমি নবীদের সব সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি।" (সূরা হুদ: ১২০)

৩. শিক্ষা ও উপদেশ: এই কাহিনিগুলো মুমিনদের জন্য শিক্ষণীয়। বিপদাপদে ধৈর্য, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা এখান থেকেই পাওয়া যায়।

৪. সতর্কীকরণ: অবাধ্য জাতিগুলো কীভাবে ধ্বংস হয়েছে, তা জেনে যেন পরবর্তী প্রজন্ম পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে।

৫. নবুওয়াতের প্রমাণ: নিরক্ষর নবী (সা.)-এর মুখে হাজার বছর আগের ঘটনা নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা প্রমাণ করে যে, এটি আল্লাহর ওহী।

উপসংহার:

নবীদের কাহিনিগুলো নিছক গল্প নয়, বরং এগুলো হলো হেদায়েতের আলো এবং মানবজাতির জন্য মুক্তির দিশারী।

১১. আল্লাহ তায়ালার বাণী " اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে এটি কুরআনের অন্যতম বিজ্ঞানময় আয়াত। কাফেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আল্লাহ এই প্রশ্নটি করেছেন।

আয়াতের অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

অর্থাৎ: "কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল (একটি পিণ্ড), অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম?" (সূরা আল আম্বিয়া: ৩০)

ব্যাখ্যা:

১. রাতক ও ফাতক: 'রাতক' (رَتْقًا) অর্থ সংযুক্ত বা বন্ধ থাকা এবং 'ফাতক' (فَتْقًا) অর্থ পৃথক করা বা খুলে দেওয়া।

২. সৃষ্টিতত্ত্ব: তাফসীরকারকগণ বলেন, শুরুতে মহাবিশ্ব একটি জমাটবদ্ধ বস্তু ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতে আসমানকে উঁচুতে এবং জমিনকে নিচে পৃথক করে দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিগ ব্যাং' (Big Bang) থিওরি—যেখানে বলা হয়েছে মহাবিশ্ব একটি বিন্দু থেকে বিস্ফোরিত হয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে—তার সাথে এই আয়াতের চমৎকার মিল রয়েছে।

উপসংহার:

এই আয়াতটি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রমাণ, যা চিন্তাশীল মানুষের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম।

---

১২. আল্লাহ তায়ালার বাণী "وكلا نجيه فى السفينة"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " وكلا نجيه فى السفينة " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: এই বাক্যটি হযরত নূহ (আ.)-এর ঐতিহাসিক মহাপ্লাবনের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। মুমিনদের নাজাতের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে।

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

১. নূহ (আ.)-এর নাজাত: যখন নূহ (আ.)-এর কওম অবাধ্যতার চরম সীমায় পৌঁছাল এবং তাঁকে হত্যা করতে চাইল, তখন তিনি আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। আল্লাহ বলেন, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ (অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারকে উদ্ধার করলাম)।

২. নৌকা বা সাফিনাহ: আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা (السفينة) তৈরির নির্দেশ দেন। মহাপ্লাবনের সময় যারা এই নৌকায় উঠেছিল (মুমিন নর-নারী ও জোড়ায় জোড়ায় প্রাণী), আল্লাহ তাদের সবাইকে রক্ষা করেছিলেন। আয়াতে 'কুল্লা' (সবাইকে) বলতে নৌকার আরোহী ঈমানদারদের বোঝানো হয়েছে।

উপসংহার:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর পথে অবিচল থাকলে মহাপ্লাবনের মতো বিপদ থেকেও আল্লাহ মুমিনদের হেফাজত করেন।

---

১৩. সূরা আল আম্বিয়ায় বর্ণিত ফেরাউনের সঙ্গে মুসা (আ)-এর সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ কর। (اذكر موقف موسى عليه السلام مع فرعون كما ورد فى سورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ফেরাউন ছিল তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্বৈরাচার। সূরা আল আম্বিয়ায় মুসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনার মূল নির্যাস এবং হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ:

১. ফুরকান ও আলো প্রদান: আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً (আমি মুসা ও হারুনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কিতাব ও জ্যোতি দান করেছিলাম)।

২. দাওয়াত ও প্রত্যাখ্যান: মুসা (আ.) ফেরাউনকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেন। কিন্তু ফেরাউন ও তার কওম অহংকারবশত তা প্রত্যাখ্যান করে।

৩. পরিণতি: যদিও সূরা আম্বিয়ায় বিস্তারিত কথোপকথন নেই (যা সূরা তোয়াহা বা শুআরাতে আছে), কিন্তু এখানে মূল শিক্ষা হলো—ফেরাউনের বিশাল বাহিনী ও ক্ষমতা আল্লাহর কুদরতের সামনে টিকতে পারেনি। আল্লাহ মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের রক্ষা করেন এবং ফেরাউনকে সদলবলে ডুবিয়ে মারেন।

উপসংহার:

ফেরাউনের ঘটনা প্রমাণ করে যে, বাতিলের দাপট সাময়িক; চূড়ান্ত বিজয় সর্বদা সত্য ও মুমিনদের।

---

১৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী "انه كان عبدا شكورا"-এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى " انه كان عبدا شكورا " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আল্লাহর অত্যন্ত পছন্দনীয় গুণ। এই আয়াতে একজন বিশেষ নবীর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا অর্থ: "নিশ্চয়ই সে ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।"

এটি সাধারণত হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে (সূরা বনী ইসরাইল: ৩)। সূরা আল আম্বিয়াতেও নূহ (আ.)-এর আলোচনা এসেছে।

ব্যাখ্যা:

হযরত নূহ (আ.) সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। তাফসীরে এসেছে:

- তিনি খাবার খেলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন।
- পানি পান করলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন।
- পোশাক পরলে বা কোনো কাজ করলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন।

এমনকি দীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াত দেওয়ার পর মাত্র সামান্য সংখ্যক মানুষ ঈমান আনা সত্ত্বেও তিনি কখনো হতাশ হননি বা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হননি।

উপসংহার:

আল্লাহর নেয়ামতের কদর করা এবং সর্বদা তাঁর প্রশংসা করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নূহ (আ.) এই গুণের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

---

১৫. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ولقد بعثنا نوحا الى قومه"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " ولقد بعثنا نوحا الى قومه " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত নূহ (আ.) ছিলেন প্রথম রাসূল, যাঁকে শিরক নির্মূলের জন্য পাঠানো হয়েছিল। এই আয়াতাংশ তাঁর রিসালাতের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্দেশ্য:

১. রিসালাতের সূচনা: আদম (আ.)-এর পর মানুষ যখন মূর্তিপূজায় লিপ্ত হলো, তখন আল্লাহ নূহ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন।

২. দাওয়াতের বিষয়বস্তু: তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই)।

৩. দীর্ঘ সংগ্রাম: এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ নূহ (আ.)-এর দীর্ঘ ৯৫০ বছরের ক্লান্তিহীন দাওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা পরবর্তী নবীদের জন্য ছিল অনুপ্রেরণা।

উপসংহার:

নূহ (আ.)-কে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে শিরকের অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোয় ফিরিয়ে আনা।

---

১৬. সূরা আল আম্বিয়ায় বর্ণিত সোলায়মান (আ)-এর সঙ্গে জিনদের সংঘটিত ঘটনা উল্লেখ কর। (اذكر موقف سليمان عليه السلام مع الجن كما ورد فى سورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মান (আ.)-কে এমন রাজত্ব দান করেছিলেন যা আর কাউকে দেওয়া হয়নি। জিন জাতি তাঁর অনুগত ছিল।

জিনদের ঘটনা:

সূরা আল আম্বিয়ায় আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

অর্থ: "এবং শয়তানদের (জিনদের) মধ্যে কিছু তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এছাড়া অন্য কাজও করত। আমিই তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।" (আয়াত: ৮২)

ব্যাখ্যা:

১. সমুদ্রে ডুবুরি: জিনরা সোলায়মান (আ.)-এর হুকুমে সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে মুক্তা ও প্রবাল তুলে আনত।

২. নির্মাণ কাজ: তারা তাঁর জন্য বিশাল অট্টালিকা, দুর্গ এবং বড় বড় ডেগ বা পাত্র তৈরি করত।

৩. নিয়ন্ত্রণ: আল্লাহ এই অবাধ্য জিনদের সোলায়মান (আ.)-এর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন, যাতে তারা কোনো ক্ষতি করতে না পারে বা পালাতে না পারে।

উপসংহার:

জিনদের ওপর মানুষের এই আধিপত্য ছিল সোলায়মান (আ.)-এর নবুওয়াতের এক বিশেষ মুজিজা।

১৭. সূরা আল আম্বিয়ায় নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বর্ণিত প্রধান গুণাবলি কী কী? (ما هى اهم الصفات التى ذكرت عن النبى محمد (ص) فى سورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: এই সূরার সমাপ্তিতে ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

প্রধান গুণাবলি:

১. রাহমাতুল লিল আলামিন: আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি)। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তিনি কেবল মানুষের জন্য নয়, জিন, পশুপাখি ও সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত।

২. সর্বশেষ নবী (খাতামুন্নাবিয়্যীন): যদিও এই সূরায় সরাসরি শব্দটি নেই, তবে আগের সব নবীর আলোচনার পর শেষে তাঁর আলোচনা প্রমাণ করে তিনি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী।

৩. তাওহীদের প্রচারক: তিনি বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহর বাণীর দিকে আহ্বানকারী। আল্লাহ বলেন, "বলুন! আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ।" (আয়াত: ১০৮)

উপসংহার:

সূরা আল আম্বিয়ায় রাসূল (সা.)-কে বিশ্বজনীন দয়া ও একত্ববাদের মশালবাহী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

১৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী "ولقد انزلنا اليك ذكرا"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? (ما المراد بقوله تعالى " ولقد انزلنا اليك ذكرا " ؟)

উত্তর:

ভূমিকা: এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা:

আল্লাহ বলেন: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ (নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যাতে তোমাদের জন্য 'জিকর' বা উপদেশ/সম্মান রয়েছে)।

১. জিকর বা উপদেশ: কুরআন হলো মানুষের জন্য পরিপূর্ণ গাইডলাইন ও উপদেশের আধার।

২. সম্মান (Sharaf): হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে 'জিকর' অর্থ সম্মান। অর্থাৎ, এই কুরআন আমল করলে তোমাদের মর্যাদা দুনিয়া ও আখেরাতে বৃদ্ধি পাবে।

৩. রাসূলের প্রতি: অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ (এটি বরকতময় উপদেশ)।

উপসংহার:

'জিকর' দ্বারা এখানে পবিত্র কুরআনুল কারিমকে বোঝানো হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েত ও সম্মানের উৎস।

---

১৯. সূরা আল আম্বিয়ায় কাফেরদের শাস্তি উল্লেখের হেকমত কী? (ما الحكمة فى ذكر العذاب للكفار فى سورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: কুরআনে আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয় মূলত মানুষকে সতর্ক ও সংশোধন করার জন্য। সূরা আল আম্বিয়াতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

হেকমতসমূহ:

১. ভীতি প্রদর্শন (Tarhib): কাফেররা যেন পরকালের ভয়াবহ শাস্তির কথা জেনে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন, "তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে, কিন্তু তাদের ধ্বংস করা হবে না।"

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: দুনিয়াতে জালেমরা পার পেয়ে গেলেও আখেরাতে যে তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা জানিয়ে মজলুমদের সান্ত্বনা দেওয়া।

৩. সত্যের সত্যতা প্রমাণ: নবী যা বলছেন তা যে সত্য এবং অস্বীকার করলে যে পরিণতি ভোগ করতে হবে, তা স্পষ্ট করা।

৪. তাকওয়া সৃষ্টি: মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা, যাতে তারা সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অটল থাকে।

উপসংহার:

শাস্তির বর্ণনা মূলত আল্লাহর রহমতেরই একটি অংশ, যাতে মানুষ সতর্ক হয়ে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরে আসে।

---

২০. সূরা আল আম্বিয়ার মূল বার্তা কী? (ما هى الرسالة الاساسية لسورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: প্রতিটি সূরার একটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু বা বার্তা থাকে। সূরা আল আম্বিয়া মূলত আখেরাত ও রিসালাতকেন্দ্রিক।

মূল বার্তা:

১. তাওহীদ: আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আসমান-জমিনে একাধিক ইলাহ থাকলে সব ধ্বংস হয়ে যেত।

২. রিসালাতের ঐক্য: যুগে যুগে সকল নবী একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। তাঁদের সবার ধর্ম ছিল 'ইসলাম'। মুহাম্মদ (সা.) সেই ধারারই সর্বশেষ পূর্ণতা।

৩. আখেরাতের নিশ্চয়তা: দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং কেয়ামত অতি সন্নিকটে। মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার জন্য এবং সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৪. মানুষের দায়িত্ব: গাফিলতি পরিহার করে সত্য গ্রহণ করা এবং নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া।

উপসংহার:

সূরা আল আম্বিয়ার মূল বার্তা হলো—নবীদের দেখানো পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তির জন্য প্রস্তুত হওয়া।

---

২১. সূরা আল আম্বিয়ায় উল্লিখিত সেই জাতি কারা যারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল? (من هم الذين كذبوا بالرسل كما ورد فى السورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: ইতিহাসে যারাই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। সূরা আল আম্বিয়ায় এমন কয়েকটি জাতির উল্লেখ রয়েছে।

অস্বীকারকারী জাতিসমূহ:

১. কওমে নূহ: হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়, যারা তাঁকে পাগল বলেছিল এবং বন্যায় ধ্বংস হয়েছিল।

২. ফেরাউন ও তার কওম: যারা মুসা (আ.)-এর মুজিজাকে জাদু বলেছিল।

৩. কওমে লুত: যারা লুত (আ.)-এর দাওয়াত অমান্য করে অশ্লীলতায় লিপ্ত ছিল এবং পাথরের বৃষ্টিতে ধ্বংস হয়েছিল।

৪. ইব্রাহিম (আ.)-এর কওম: যারা তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

৫. মক্কার কুরাইশ: যারা মুহাম্মদ (সা.)-কে কবি, জাদুকর বা পাগল বলে বিদ্রূপ করত। আল্লাহ তাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

উপসংহার:

এরা সবাই নবী-রাসূলদের অস্বীকার করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষের জন্য শিক্ষার বিষয়।

---

২২. রাসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الرسول والنبى؟)

উত্তর:

ভূমিকা: নবী ও রাসূল—উভয়েই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তবে উসুলবিদ ও মুফাসসিরগণের মতে তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য:

১. কিতাব ও শরিয়ত:

* রাসূল (رسول): যাঁকে আল্লাহ নতুন কিতাব ও নতুন শরিয়ত দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

* নবী (نبي): যাঁকে নতুন শরিয়ত দেওয়া হয়নি, বরং তিনি পূর্ববর্তী রাসূলের শরিয়ত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। (যেমন: বনী ইসরাইলের অনেক নবী মুসা আ.-এর তাওরাত অনুসরণ করতেন)।

২. প্রচারের নির্দেশ:

* প্রসিদ্ধ মত হলো—নবী ও রাসূল উভয়কেই প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে রাসূলের ওপর কিতাব নাজিল হয়, নবীর ওপর সবসময় কিতাব নাজিল হয় না (ওহী আসে)।

৩. সম্পর্ক:

* প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। অর্থাৎ 'নবী' শব্দটি ব্যাপক (আম) এবং 'রাসূল' শব্দটি বিশেষ (খাস)।

উপসংহার:

মর্যাদার দিক থেকে সবাই আল্লাহর প্রতিনিধি, তবে দায়িত্ব ও শরিয়ত লাভের ক্ষেত্রে রাসূলগণের মর্যাদা নবীদের চেয়ে বেশি।

২৩. আসহাবে সাব্‌ত উল্লেখ করার হেকমত কী? (ما الحكمة من ذكر اصحاب السبت؟)

উত্তর:

ভূমিকা: 'আসহাবে সাবত' বা শনিবারের সীমালংঘনকারীদের ঘটনা ইহুদি জাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

হেকমত ও শিক্ষা:

১. কৌশলে পাপ করা: এই জাতি শনিবারে মাছ ধরা নিষিদ্ধ জেনেও হিলা-বাহানা বা কৌশলে (শনিবার গর্তে আটকে রেখে রবিবার ধরা) আল্লাহর বিধান অমান্য করেছিল। এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, শরিয়তের বিধান নিয়ে চালাকি করা হারাম।

২. অবাধ্যতার শাস্তি: বিধান অমান্য করার কারণে আল্লাহ তাদের চেহারা বিকৃত করে বানরে পরিণত করেছিলেন। এটি আল্লাহর আজাবের ভয়াবহতা প্রমাণ করে।

৩. সতর্কবাণী: মুসলিম উম্মাহ যেন ইহুদিদের মতো শরিয়তের হুকুম পালনে গড়িমসি বা কৌশল না করে, তার জন্য এটি একটি কঠোর হুঁশিয়ারি।

উপসংহার:

ধর্মীয় বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং অন্তরের সততাই আল্লাহর কাছে কাম্য। কপটতা বা ধোঁকাবাজি ধ্বংস ডেকে আনে।

---

২৪. সূরা আল আম্বিয়ার আলোকে তাওহীদের গুরুত্ব লেখ। (اكتب اهمية التوحيد فى ضوء سورة الانبياء)

উত্তর:

ভূমিকা: তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ ইসলামের মূল ভিত্তি। সূরা আল আম্বিয়ায় তাওহীদের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে এসেছে।

তাওহীদের গুরুত্ব:

১. মহাবিশ্বের স্থিতি: আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত)। মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করে ইলাহ একজন।

২. সকল নবীর দাওয়াত: আল্লাহ বলেন, "আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি ওহী করেছি যে—আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাই আমারই ইবাদত করো।" (আয়াত: ২৫)

৩. মুক্তি: আখেরাতে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো শিরকমুক্ত ঈমান। মুশরিকদের কোনো আমল কবুল হবে না।

উপসংহার:

সূরা আল আম্বিয়া প্রমাণ করে যে, তাওহীদ ছাড়া ধর্ম, ইবাদত এবং আখেরাতের মুক্তি—সবই অর্থহীন।

---

২৫. ইউসুফ (আ)-এর কাহিনির শিক্ষা কী? (ما العبرة من قصة يوسف عليه السلام؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকাহিনিকে কুরআনে 'আহসানুল কাসাস' বা সুন্দরতম কাহিনি বলা হয়েছে। এটি ধৈর্য ও ক্ষমার এক অনন্য পাঠশালা।

শিক্ষাসমূহ:

১. ধৈর্যের ফল: ভাইদের ষড়যন্ত্র, কূয়ায় নিক্ষেপ, দাসত্ব এবং জেলের কষ্ট—সবকিছু তিনি সবর বা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে মিশরের রাজত্ব দান করেছেন।

২. আল্লাহর পরিকল্পনা: মানুষ ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। ভাইরা তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করলেন।

৩. চরিত্র রক্ষা: আজিজের স্ত্রীর প্রলোভনের মুখেও তিনি আল্লাহর ভয়ে নিজের চরিত্র রক্ষা করেছিলেন। তাকওয়াবানদের আল্লাহ এভাবেই হেফাজত করেন।

৪. ক্ষমা: ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি অত্যাচারী ভাইদের হাতের মুঠোয় পেয়েও বলেছিলেন, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই)।

উপসংহার:

বিপদে ধৈর্য, সম্পদে শুকরিয়া এবং শত্রুর প্রতি ক্ষমা—ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের এই শিক্ষাগুলো মুমিনদের জন্য পাথেয়।

---

২৬. পুনরুত্থানের পূর্বে শাস্তির উল্লেখ করার হেকমত কী? (ما الحكمة من ذكر العذاب قبل البعث؟)

উত্তর:

ভূমিকা: আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময় কুরআনে কেয়ামতের আগে দুনিয়াবি আজাব বা কবরের আজাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে।

হেকমত:

১. নগদ ভীতি: মানুষ স্বভাবত নগদ যা দেখে বা শোনে তাতে বেশি ভয় পায়। দুনিয়ার আজাব বা মৃত্যুর ঠিক পরের শাস্তির কথা শুনলে পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়।

২. প্রত্যাবর্তনের সুযোগ: দুনিয়ার ছোটখাটো আজাব বা বিপদ দিয়ে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেন, যাতে তারা বড় আজাব (জাহান্নাম) আসার আগেই তওবা করে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন, "আমি তাদের অবশ্যই গুরু শাস্তির (জাহান্নাম) পূর্বে লঘু শাস্তি (দুনিয়া) আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সাজদাহ: ২১)

৩. ন্যায়বিচারের নমুনা: জালেমদের কিছু শাস্তি দুনিয়াতে দেখিয়ে আল্লাহ প্রমাণ করেন যে তিনি উদাসীন নন।

উপসংহার:

পুনরুত্থানের পূর্বের শাস্তি মূলত মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা ও সংশোধনের সুযোগ।

---

২৭. সূরা আল আম্বিয়ার মাধ্যমে আমরা কোন মৌলিক উপদেশ লাভ করি? (ما العبرة الاساسية التى نتعلمها من سورة الانبياء؟)

উত্তর:

ভূমিকা: সূরা আল আম্বিয়া সম্পূর্ণ পড়ার পর একজন মুমিনের হৃদয়ে যে মৌলিক বোধোদয় ঘটে, তা-ই এর প্রধান উপদেশ।

মৌলিক উপদেশ:

১. জীবনের লক্ষ্য: আমরা দুনিয়াতে খেলার জন্য আসিনি; আমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ আয়াতটি এর বড় প্রমাণ।

২. নবীদের পথই মুক্তির পথ: হযরত ইব্রাহিম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবীর পথ ছিল এক। সেই পথে চলাই আমাদের কর্তব্য।

৩. বিপদে দোয়া: আইয়ুব, ইউনুস ও যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা শেখায় যে, চরম হতাশার মুহূর্তেও আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি অলৌকিকভাবে সাহায্য করেন।

৪. শিরক বর্জন: সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব করাই মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়।

উপসংহার:

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখেরাতমুখী হওয়া এবং সুন্নাহর অনুসরণে জীবন গড়াই এই সূরার প্রধান শিক্ষা।

---

২৮. নিজ কওমের সঙ্গে শুয়াইব (আ)-এর ঘটনার শিক্ষা কী? (ما العبرة من قصة شعيب عليه السلام مع قومه؟)

উত্তর:

ভূমিকা: হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম মাদিয়ানবাসীরা ব্যবসায়িক দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। তাদের ঘটনা অর্থনৈতিক সততার গুরুত্ব বহন করে। (যদিও এই প্রশ্নটি গাইডে সূরা আম্বিয়ার অধীনে এসেছে, তবে বিস্তারিত ঘটনা সূরা শুআরা ও হুদে বর্ণিত)।

শিক্ষাসমূহ:

১. ব্যবসায় সততা: মাপে কম দেওয়া, ওজনে কারচুপি করা এবং ভেজাল দেওয়া কবিরা গুনাহ। শুয়াইব (আ.) বলেছিলেন, "তোমরা মাপে ও ওজনে পূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না।"

২. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ: অর্থনৈতিক শোষণ ও লুণ্ঠন একটি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত।

৩. আজাবের কারণ: শুধুমাত্র নামাজ-রোজা নয়, বরং লেনদেনে অস্বচ্ছতা ও মানুষের হক নষ্ট করার কারণেও আল্লাহর গজব নাজিল হতে পারে। মাদিয়ানবাসীকে এজন্যই ধ্বংস করা হয়েছিল।

উপসংহার:

একজন মুমিনকে মসজিদে যেমন আবেদ হতে হবে, বাজারে বা কর্মক্ষেত্রেও তেমনি সৎ ও আমানতদার হতে হবে। এটিই শুয়াইব (আ.)-এর ঘটনার মূল শিক্ষা।